অদ্য বিবাদীপক্ষের বর্ণনা দাখিল ও নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন।

নথি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবন করলাম। বাদী/ দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের আদেশ ৩৯ বিধি ১ তৎসহ ধারা ১৫১ মোতাবেক আনীত গত ২৬/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি ও উভয়ক্ষের দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য এই,

দরখাস্তবর্নিত নালিশী ০৭ শতক সম্পত্তি বাদী বিগত ২৫/০৩/২০১৫ ইং তারিখে খরিদ পূর্বক নামজারি খতিয়ান সৃজন করে ভোগদখলে আছেন। বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব দখল অস্বীকার করিয়া বাদীকে নালিশী সম্পত্তি থেকে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করে আসিতেছে। সর্বশেষ ২২/০৪/২২ ইং তারিখে বিবাদীগণ বাদীকে পুনঃবেদখলের চেষ্টা করিলে এলাকার লোকজনের বাধার মুখে বিবাদীগণ প্রস্থান করে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

বাদী/দরখাস্তকারী তার দাবির সমর্থনে ২৫/০৩/২০১৫ ইং তারিখের খরিদা দলিল, খাজনার রশিদ, বিএস নামজারি খতিয়ান, হাত নকশা, গ্যাস সংযোগের ডিমান্ড নোটিস, পল্লী বিদ্যুৎ বিল, বন্দর পুলিশ কমিশনার এর অনুসন্ধান প্রতিবেদন, ফৌজদারী মিস ১৮৪/২০২১ মিস মামলার আদেশে এবং নালিশী ভুমি সংশ্লিষ্ট বি এস ও আর এস খতিয়ানের ফটোকপি দাখিল করেছন।

বিবাদী-প্রতিপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য এই,

নালিশী সম্পত্তি আর. এস রেকর্ডীয় মালিকগনের নিকট হতে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে হস্তান্তরের ফলে সর্বশেষ ১৮/১২/২০০২ তারিখের ৪০৪৯ নং কবলামুলে খরিদসূত্রে আবুল কাসেম মধু মালিক হয়। উক্ত আবুল কাসেম মধু উক্ত সম্পত্তি ০৫/১২/২০১০ ইং তারিখে ৪৮১৫ নং হেবাদলিল মুলে তাহার স্ত্রী,সেলিনা আক্তার সেলী , ০২ পুত্র ইফতিহাল কাশেম আলী ও সিদরাতুল মুনতাহা এলিন বরাবর সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। উক্তমতে প্রত্যেকে নালিশী বি এস ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০২ দাগের সমুদয় সম্পত্তিতে $\frac{১}{৪}$ অংশ করে প্রাপ্ত হয়। সিদরাতুল মুনতাহা এলিন উক্ত তিন দাগে ৮.১ শতক সম্পত্তি ভোগদখলে থাকাবস্থায় তাহার নামে ১০০২ নং নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। পরবর্তীতে ০৬/০২/২০২২ ই তারিখে ৫৬৫ নং অপ্রত্যাহারযোগ্য আম-মোক্তারনামামুলে নালিশী দাগাদির আন্দরে ০৬ শতক ভুমি ১/২ নং বিবাদীগনের বরাবর ক্ষমতাপত্র অর্পন করেন।

প্রতিপক্ষ আরো নিবেদন করেন যে, বাদীর পূর্ববর্তী ২৭/০৩/২০১৪ তারিখে ১১৪৯ নং আম-মোক্তার নামগ্রহীতা মোঃ কামাল ও রবি কুমার বিভিন্ন দলিলমূলে তফসিলী ভূমি অন্যত্র হস্তান্তর করে নিঃস্বত্ববান হন। আহমদ নবী তৎ স্বত্ব বাদীর বরাবর বিক্রীর পূর্বে বিগত ২৭/০৫/২০১৪ তারিখে ২০৪৬ নং অপ্রত্যাহারযোগ্য আম-মোক্তারনামা মূলে দিল মোহাম্মদের বরাবর ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। আহমদ নবী ও মোঃ কামাল বাদীর কাছে বিক্রয়ের পূর্বে নিঃসত্ত্ববান হওয়ায় বাদী কোন স্বত্ব অর্জন করেননি। নালিশী ভূমিতে বিবাদীগণ পাকা বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করে ভোগদখলে আছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত খরচাসহ খারিজযোগ্য।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নালিশী তফসিল বর্নিত সম্পত্তির একসময়কার পূর্ব মালিক ছিলেন আবুল কাশেম মধু নালিশী সম্পত্তি সহ বহু সম্পত্তি ০৫/১২/২০১০ ইং তারিখের ৪৮১৫ নং হেবাদলিল মূলে স্ত্রী শেলিনা আক্তার সেলি, ০২ পুত্র ইফতিয়াল কাসেম ঢালী ও ইমতিয়াল কাসেম ঢালী এবং ০১ কন্যা সিদ্রাতুল মুনতাহা বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত দলিল দৃষ্টে, মোট ০৬ টি তফসিলে ১১৫২$\frac{১}{২}$ শতক ভূমির আন্দরে প্রত্যেকে $\frac{১}{৪}$ অংশ করে মালিক হন।

বাদীপক্ষের বিগত ২৫/০৩/২০১'৫ তারিখের ১৩৩৪ নং খরিদা দলিল হতে দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক শেলিনা আক্তার ও তার দুই পুত্র ইফতিয়াল কাশেম ও ইমতিয়াল কাসেম নালিশী সম্পত্তি বিষয়ে দুইটি রেজিস্টার্ড আম-মোক্তারনামা দলিলমূলে দিল মোহাম্মদ, মোহাম্মদ শওকত আলী, মোহাম্মদ কামাল ও রবি কুমার দাশ কে আম-মোক্তার নিযুক্ত করেন। বাদী উক্ত দিল মোহাম্মদ হতে ০২ শতক এবং আম-মোক্তার গ্রহীতাদের কাছ থেকে ০৫ শতক সহ মোট ০৭ শতক সম্পত্তি উক্ত দলিলমূলে খরিদ করেন। বাদীপক্ষ দাবি করেন যে, বাদী ২০১৫ সাল থেকে নালিশী সম্পত্তি আবুল কাশেম মধুর স্ত্রী ও ২ পুত্রের কথিত আম-আমোক্তার এর নিকট হতে খরিদ পূর্বক তাহার নামে নামজারি খতিয়ান সৃজনে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছেন মর্মে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষে দাখিলীয় নামজারি খতিয়ান দৃষ্টে বাদীর বক্তব্যের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গিয়াছে।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে, বিবাদীপক্ষ মূল মালিক আবুল কাশেম মধু এর এক কন্যা সিদ্রাতুল মুনতাহা হতে ০৬/০২/২২ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত অপ্রত্যাহারযোগ্য আমমোক্তার নামা দলিলমূলে নালিশী তিন দাগে ০৬ শতক সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেন। বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বাদীর কথিত দলিলদাতা আম-মোক্তারগণ পূর্বেই আম-মোক্তানামামূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করেছিলেন। যার প্রেক্ষিতে বাদীর কথিত দলিলমূলে কোন স্বত্ব অর্জিত হয়নি। বিবাদীপক্ষ উক্ত আম-মোক্তারগ্রহীতা গণের কতিপয় দলিল দাখিল করেছেন। দাখিলীয় উক্ত দলিল সমূহ হতে দেখা যায়, ২০/০৮/২০১৫ ইং তারিখে ৩২৩৯, ৩২৪০, ৩২৪১, ৩২৪২ দলিল মূলে নালিশী উক্ত ০৩ দাগভূমি

মূল মালিক শেলিনা আক্তার সেলি ও তার ০২ পুত্রের আম-মোক্তারগণ হস্তান্তর করেছিলেন। কিন্তু উক্ত হস্তান্তরসমুহের পূর্বেই ২৫/০৩/২০১৫ তারিখে বাদী নালিশী সম্পত্তি খরিদ করেছেন মর্মে দৃষ্ট হয়। যেহেতু ইহা একটি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা সুতরা এ পর্যায়ে ছুড়ান্তভাবে স্বত্বের বিষয়টি নির্ধারনের বা গভীর পর্যালোচনার কোন আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে সার্বিক পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান, নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের আপাত (Prima facie) স্বত্ব বিদ্যমান আছে।

দখল সমর্থনে বাদীপক্ষে দাখিলীয় খাজনার রশিদ, বিএস নামজারি খতিয়ান, হাত নকশা, গ্যাস সংযোগের ডিমান্ড নোটিস, পল্লী বিদ্যুৎ বিল, বন্দর পুলিশ কমিশনার এর অনুসন্ধান প্রতিবেদন, ফৌজদারী মিস ১৮৪/২০২১ মিস মামলার আরজি ও আদেশ পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের দখল বিদ্যমান আছে মর্মে ইতিবাচক ধারনা আসে।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ অত্র মামলায় Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে মর্মে বিবেচনা করি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদীপক্ষের অনুকুলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারী পক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ২৬/০৪/২০২২ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো।

এতদ্বারা ১-২ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ কে নালিশী ভুমি সংক্রান্তে অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা অত্র আদালত কর্তৃক পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত (যাহা পূর্বে হয়) অন্তবর্তীকালীন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বারিত করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সহকারী জজ ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সহকারী জজ ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম